সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলো

মমতা চৌধুরী

‘ডায়বেটিস্ নাকি’!

ডিসেম্বরের শেষ দুটো সপ্তাহ আর পুরো জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ জন্মভূমিতে এবার ছুটি কাটানোর অবকাশ হয়েছিল। ছাত্র জীবনের পর এই এত দীর্ঘ সময়ের জন্য কাজ থেকে অবসর অনেক দিন পরে এল। প্রতিবছর ই ‘বুড়ি ছুঁয়ে’ আসার মত ‘দেশ’কে দেখে আসা হয় কোন কনফারেনস বা অন্য কোন কাজের ফাঁকে। আগে থেকে পরিকল্পনা না থাকলেও বছর শেষে হঠাৎ করেই যখন দেশে যাওয়ার কথা ভাবা হলো, তখন মনে হলো এবার আর কোন কাজ নিয়ে নয়, নিছক অবসর কাটাবো দেশের, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবের কোমল ছায়ায়।

বিমান বন্দরে মায়ের স্নেহময়ী মুখ নিমিশেই মুছিয়ে দিল পথের সব ক্লান্তি। পরদিন থেকেই শুরু হলো বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় স্বজনদের সমারোহ। এ গুলোর ফাঁকে ফাঁকে যমুনা সেতুদর্শন আর অনেক বছর পর টাঙ্গাইল ভ্রমন ভাল লাগল। যমুনা ছিল না উচ্ছল যেদিন আমরা GTCL এর স্থানীয় দ্বায়িত্বে নিয়জিত তরুন প্রকৌশলির আমন্ত্রনে তাদের নৌকায় করে বেশ অনেকটা নদীর বুকে ভেসে এলাম। দূরে দূরে কিছু ছোট নৌকা আর অনেক দূরে কিছু পন্যবাহী বড় নৌকা স্লথ গতিতে ভেসে যাচ্ছিল। যমুনার এই শান্ত রূপ নয়নে প্রশান্তি আনলেও মনটা শংকিত হচ্ছিল যখন নজরে এল নদীর বুক জুড়ে বিশাল চর জেগে উঠার দৃশ্য। এভাবে নদী ভরে এলে এবং তার সংস্কার না হলে বন্যার কারণে যে প্রতি বছরই ভুগতে হবে তা সহজেই প্রতিয়মান।

ঢাকায় পৌছানোর পর দিন থেকেই বিয়ের নিমন্ত্রনে যোগ দিতে হলো। ছুটির ঐ ছয় সপ্তাহে আমদের ছয়টা বিয়ের নিমন্ত্রন রক্ষা করতে হয়েছে - এমন কি পাঁচ দিনের জন্য পশ্চিম বাংলায় বেড়াতে যেয়েও। ঢাকা এবং চিটাগাং এর উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ বিত্তের বিয়ে গুলোতে আজকাল নূন্যতম পাঁচটা থেকে ছয়টা আনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছেলে আর মেয়ের বাড়ীর হলুদ অনুষ্ঠান, বিয়ে, বৌভাত ছাড়াও ‘আইবুড়ো ভাত’ কিংবা hens' night/bachelors' night বা নিকট আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে আনন্দ অনুষ্ঠান করা যেন একটা রেওয়াজে পরিনত হয়েছে। চিটাগাং এর হলুদ এবং বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো সম বাহুল্য বিলাসিতায় বড় বড় কমিনিউটি সেন্টার বা Chittagong Club এ হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান গুলোর একান্ত অঙ্গ হিসেবে বিজাতীয় নাচ গানের উপহার যেন অবিচ্ছেদ্দ অংশ। সেই অনুষ্ঠানগুলো আলোকিত করছে যেমন স্থানীয় নামি দামি শিল্পীরা মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে, তেমনি কোন কোন অনুষ্ঠান জমাতে পাকিস্তান বা ইন্ডিয়া থেকেও আনা হচ্ছে উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের। বিয়ের খাবারও আজকাল আর traditional থাকছে না - buffet style food serve করা হচ্ছে। বাচ্চাদের

মনোরঞ্জনের জন্য আয়োজন হরেক রকম খাদ্যের ও entertainment এর। ঘরোয়া ভাবে হলুদ বা মেহেদি অনুষ্ঠান যেন আজকাল অতীত কথা মাত্র!

চট্টগ্রামে একজন নিকটাত্মীয়র ছেলের Engagement অনুষ্ঠান শেষে ফিরবো যখন ভাবছি, ছেলের হবু শ্বাশুড়ি অনুরোধ করলেন পান খেয়ে যেতে। পান বন্টনের পর পর ই গুঞ্জন উঠল চারদিকে। হ্যাঁ ঐ পান গুলোর কোন কোনটার ভিতর সোনার মোহর ছিল আর ফেরার পথে সবার জন্য ছিল সুন্দর বাক্সে অভিজাত দোকানের মিষ্ঠি; শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে। ভাবছিলাম বিশ্বসংস্থার পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞরাও এই বিলাসিতা দেখে এই দেশকে 'পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্রতম দেশ' বলতে দ্বিধানিত্ব বোধ করবেন। তবে বাংলাদেশের বিয়ে বাড়ীর জাকজমকের সাথে কোলকাতার বালিগঞ্জের ক্লাবে একজন আই এস অফিসারের ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান অনেক ম্রিয়মান মনে হবে বাহ্যিক ভাবে। ওখানে অযথা চাক্‌চিক্য প্রদর্শনের বাতুলতা নেই। নূতন বর বধূ এসে সবার সঙ্গে আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করলো। বিরাট মাঠে 'বন ফায়ার' র চারপাশে চেয়ার টেনে আমরা ক'জন বসলাম এবং যখন একজন বন্ধু খালি গলায় 'ভ্রমর কইও গিয়া, শ্রীকৃষ-বিচ্ছেদের অনলে অংগ যায় জ্বলিয়া - - ' বলে গেয়ে উঠল - সঙ্গীত পিয়াসি অনেক মনের অধিকারিরাও এসে যোগ দিল সেই আসরে। পরের সপ্তাহে আমাদের সেই বন্ধুর লোকগীতির গানের CD কোলকাতা থেকে বের হয়েছে।

ময়মনসিংহ আর টাঙ্গাইলের পথে পথে মাঠভরা হলুদ সর্ষেফুলের ঢেউ আমার হৃদয়েও তুলেছে অপরূপ অনুভুতি। আমার দাদার বাড়ীর পুকুরের ধার ঘেসে সারি সারি ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় আমার পূর্ব সূরিরা যেন পরম আগ্রহে প্রতিক্ষা করে আমাদের জন্য। আমরা সুনামীর পর পর ই গেছি ময়মনসিংহে। প্রত্যক্ষ দর্শীদের মতে সুনামীর সময় যে ভূকম্প আনুভূত হয়েছে তার ধাক্কা পুকুরগুলোতেও স্পষ্ট বোঝা গেছে তার ক্ষিপ্ত জলের অস্হিরতার মাঝে কিছু সময়ের জন্য হলেও।

এবার ভাল লেগেছে দেশের লোকজনের ভেতর স্বাস্হ্য সচেনতার প্রবনতা দেখে। ঢাকার উত্তরায় মার বাসায় থাকার সময়টা আমি নিয়মিত প্রাতঃভ্রমনে যেতে পেরেছি - যা কিছুটা হলেও তখনকার আইন শৃঙ্খলার আপেক্ষিক উন্নতির মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়েছে। সকালে ও বিকেলে সকল বয়সি মহিলা পুরুষের সমাগম দেখে আমার নিজের অভ্যাসটাও বজায় রাখতে উৎসাহিত হয়েছি। তবে ঢাকার তুলনায় চট্টগ্রামের সকাল গুলোতে আমি তেমন কোন প্রাতঃভ্রমনকারির দর্শন পাইনি। ঢাকায় মহিলারা যারা হাটতে আসতেন বেশিরভাগ ই একটু বর্ষিয়সী ছিলেন - তবে তার মাঝেও কেউ কেউ তুলনা মূলক ভাবে কমবয়সী ছিলেন। প্রথম ক'দিন আমি লক্ষ্য করেছি যারা ওখানে হাটতে আসতেন তাদের দৃষ্টিতে একধরনের ঔৎসক্য আমার মত একটা নূতন মুখ দেখে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে যারা আমার পাশ দিয়ে হেটে গেছেন তারা খুব মায়া করে জিজ্ঞেস করেছেন 'ডায়বেটিস নাকি'? আমার মুখের মৃদু নেতিবাচক উত্তর তাদেরকে আস্বস্ত করেছে তবে আমাকে বিস্ময়াভূত করেছে। পরে জেনেছি উনারা সবাই ডায়বেটিসের মাত্রা স্হিতেশীল রাখতেই

হাটতে আসেন। যদিও আমার বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ছিলনা তবুও আমার মনে একটা বোধই বার বার মাথা তুলে দাড়িয়েছে আমাদের সমাজের পুরো অবকাঠামো - আমাদের চিন্তা চেতনার গভীরতা নিয়ে। এই একবিংশ শতাব্দিতে দাড়িয়েও আমরা সমাজের, সংসারের, স্বাস্থ্যের স্হিতিশিলতা বজায় রাখতে যে নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন তার গুরুত্ব বুঝতে এবং তার জন্য কার্যকরি ব্যবস্হা গ্রহন করতে যে attitude র প্রয়োজন তা গড়ে তুলতে পারিনি পুরোপুরি।

আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রক্ষনাবেক্ষেনের এবং পরিচর্যার অভ্যাসের অভাবের প্রতিফলন স্পষ্ট। সে স্বাস্থ্যের রক্ষনাবেক্ষেনের ব্যাপারেই হোক কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামো বা পরিবেশ প্রতিরক্ষা ব্যাপারেই হোক। যতক্ষন না আমরা কোন বিপর্যয়ের সম্মুখিন হই, ততদিন আমরা এ ব্যাপারে সচেতন হই না। আর তাই যখন আমরা আক্রান্ত হই , তখন যেন হাত পা মুড়েই ভেঙ্গে পড়ি। জীবনকে সজীব, সচল আর রোগ মুক্ত রাখার জন্য যেমন পরিচর্যার দরকার - তেমনি জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন এই দূর্যোগ প্রতিহত করার আগাম পরিকল্পনা। দেশের সুস্হ রাজনৈতিক রূপরেক্ষা নির্নয়ের জন্য অত্যাবশ্যক যেমন সুদূর প্রসারী মন, দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নিবেদিত প্রাণ নেতা এবং কর্মীবৃন্দের, তেমনি প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিচ্ছন্ন শিক্ষা ব্যবস্হার যা এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারাকে। শিক্ষা ব্যবস্হাকে উন্নত এবং সময়োপযোগি করে এগিয়ে নিতে হলে basic শিক্ষা ব্যবস্হার উন্নয়ন এবং প্রসরন দরকার। এ শুধু এক দিনের, এক বছরের ব্যাপার নয় - রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচর্যার মাধ্যমে এর প্রসারতা বাড়াতে হবে। এটা হতে হবে তৃনমূল থেকে উচ্চতর পর্যায়ে যাতে দেশ পেতে পারে পারদর্শী জনশক্তি। আর তারাই নিয়ে যাবে দেশের প্রশিক্ষন ও উৎপাদনের সাথে সাথে উন্নয়নের ধারাকে আরো উন্নততর স্তরে।

দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী হতে যেমন ভাললাগে - তেমনি ভাল লাগে মাতৃভূমির সাধারণ মানুষ গুলোর ঊষ্ণ আদর আপ্যায়নে। তবে আমায় পীড়া দিয়েছে আমাদের সমাজ সংসারে এখন ও পর মুখাপেক্ষিতার মনোভাব দেখে, পথে ঘাটে বিরাট হরফে ছাপা অক্ষরে ভুল বাংলা শব্দের বানান দেখে, ঢাকার একটা রাস্তার উপর পাঁচটা থেকে সাতটা roof top বিশ্ববিদ্যালয় দেখে । আর তার পাশাপাশি সৌন্দর্য্য চর্চার আর বিজাতীয় খাবারের দোকনের সমাহার দেখে। এই ভুল আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রসারের মূলে রয়েছে আমাদের ভাষা, জ্ঞান, স্বাস্হ্য আর সামাজিক মূল্যবোধের পরিচর্যাহীনতা। এর রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের অনতিবিলম্বে আন্তরিক ভাবে খুঁজতে হবে শিক্ষা, আইন, স্বাস্হ্য আর রাজনৈতিক ব্যবস্হার উন্নয়নের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

মার্চ, ২০০৫